বাংলাদেশ হাইকমিশন, ক্যানবেরা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১৮ আগষ্ট, ২০০৫

ক্যানবেরাস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্যোগে গত ১৬ই আগষ্ট ২০০৫ তারিখে ক্যানবেরাস্থ ফেডারেল পার্লামেন্ট ভবনে অষ্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ পার্লামেন্টারী গ্রুপ ও বাংলাদেশ হাইকমিশনের মধ্যে 'Taste of Bangladesh' শীর্ষক একটি মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় । এ সভায় পার্লামেন্টারী গ্রুপের সদস্য সহ অষ্ট্রেলীয় পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সাতাশ জন সাংসদ ও বাংলাদেশ হাইকমিশনের মান্যবর রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে অষ্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী বিশিষ্ট বাংলাদেশী, অষ্ট্রেলিয়ায় নিযুক্ত হাইকমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশে নিযুক্ত অষ্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ও বাংলাদেশে বিনিয়োগকারী অষ্ট্রেলীয় বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নির্বাহী সমন্বয়ে গঠিত হাইকমিশন প্রতিনিধি দল অংশ গ্রহণ করেন ।

অষ্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টে অষ্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল গ্রুপ অফ দি ইন্টার পার্লামেন্টারী ইউনিয়ন এর পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন দেশ সংক্রান্ত এ ধরনের পার্লামেন্টারী গ্রুপ গঠিত হয়, সে সব দেশের আইন সভার সাথে মত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সর্বোপরী সে সব দেশের সাথে সম্পর্কোন্নয়নের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে । অষ্ট্রেলিয়ায় অক্টোবর ২০০৪ এ গঠিত নতুন পার্লামেন্টের সদস্য জনাব এ্যান্ড্রু ল্যামিংকে সভাপতি করে অষ্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ পার্লামেন্টারী গ্রুপ গঠিত হয় ।

দু'দেশের কুটনৈতিক ইতিহাসে অষ্ট্রেলীয় পার্লামেন্টারী গ্রুপের সাথে বাংলাদেশ হাইকমিশনের এ ধরনের মত বিনিময় সভা এই প্রথম অনুষ্ঠিত হলো । এই উদ্যোগের মাধ্যমে অষ্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হওয়া ছাড়াও বাংলাদেশের বিরাজমান প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে উপস্থিত সাংসদবৃন্দ একটি স্বচ্ছ ধারনা পেয়েছেন বলে আশা করা যায় ।

দেড় ঘন্টা ব্যাপী এ অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই জনাব এ্যান্ড্রু ল্যামিং, এমপি বাংলাদেশকে দক্ষিন ও দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার সেতু বন্ধনকারী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ অমিত সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে সকলের কাছে পরিচয় করিয়ে দেন ।

মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব আশরাফ-উদ-দৌলা, তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র হিসেবে অভিহিত করে আর্থ-সামাজিক নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জিত সাফল্য তুলে ধরেন । তিনি বিশেষভাবে গণতন্ত্র, কৃষি, দারিদ্র বিমোচন, নারী শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশে বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর সুনির্দিষ্ট আলোকপাত করেন । তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি ও বাংলাদেশ-অষ্ট্রেলিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নানা দিক তুলে ধরে তা আরো জোরদার করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন । জনাব দৌলা দু'দেশের সম্পর্কোন্নয়নে গ্রুপের সদস্যদের সমর্থন কামনা করেন ।

অষ্ট্রেলিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ব্যারিষ্টার হারুন-উর-রশীদ তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের কৌশলগত গুরুত্ব তুলে ধরেন । তিনি বাংলাদেশে মৌলবাদের প্রসার সংক্রান্ত সাম্প্রতিক অপপ্রচারনা প্রত্যাখ্যান করে তাঁর পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন । তিনি বাংলাদেশকে একটি সম্ভাবনাময় বাজার ও বিনিয়োগ গন্তব্যস্থল হিসেবে উপস্থাপন করেন ।

বাংলাদেশে নিযুক্ত অষ্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত জনাব চার্লস ষ্টুয়ার্ট, বাংলাদেশকে অষ্ট্রেলীয় পণ্যের সম্ভাবনাময় বাজার হিসেবে তুলে ধরে বাংলাদেশের সাথে অষ্ট্রেলিয়ার সম্পর্কোন্নয়নে তাগিদ প্রদান করেন । তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরনে অষ্ট্রেলিয়ার সহায়তার গুরুত্ব তুলে ধরেন ।

স্নোয়ী মাউন্টেন ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জনাব রস হীট বাংলাদেশে তাঁর ৫ বৎসরের কর্মকালের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং অষ্ট্রেলীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের বাংলাদেশ সংক্রান্ত ট্রাভেল এ্যাডভাইসরীর সাথে দ্বিমত প্রকাশ করে বাংলাদেশকে একটি নিরাপদ ও এতদঞ্চলে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ সহায়ক গন্তব্যস্হল হিসেবে অভিহিত করেন ।

উক্ত অনুষ্ঠানে অষ্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তির অভিবাসন, বাংলাদেশী তরুনদের ওয়ার্কিং হলিডে ভিসা প্রোগ্রাম এর আওতায় আনয়ন, দুদেশের মধ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত পারস্পরিক সহযোগিতা ও বাংলাদেশে অষ্ট্রেলীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস খোলার বিষয়েও আলোচনা হয় । আলোচনায় অন্যান্যদের মধ্যে ডঃ এস আই খান, ডঃ শরীফ-আস-সাবের, ডঃ কামরুল আলম, ডঃ মোখলেছুর রহমান ও জনাব সাহাদাত মানিক অংশগ্রহণ করেন ।

জনাব এ্যান্ড্রু ল্যামিং, এমপি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে অষ্ট্রেলীয় পার্লামেন্টারীয়ানদের কাছে বাংলাদেশের সঠিক পরিচয় তুলে ধরায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্যোগে সাধুবাদ প্রকাশ করেন । তিনি দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্ক স্হায়ী ও কার্যকরী করার ক্ষেত্রে তাঁর গ্রুপের অব্যাহত সমর্থন ও সহায়তার আশ্বাস দেন ।

উক্ত অনুষ্ঠানে 'Bangladesh Marches Ahead' এবং 'Festivals of Bangladesh' শীর্ষক দুটি প্রামান্য চিত্র পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠানে মূখরোচক বাংলাদেশী খাদ্য দিয়ে অভ্যাগত অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয় ।

বাংলাদেশ হাইকমিশন কর্তৃক অষ্ট্রেলিয়ায় এই প্রথম এ ধরনের একটি উদ্যোগ, অষ্ট্রেলীয় আইন প্রণেতাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি বাস্তবিক ধারনা দেয়া ছাড়াও এই উদ্যোগের সফলতা ধরে রাখার মাধ্যমে ভবিষ্যতে দুঞ্চদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরোও উন্নত ও জোরদার করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায় ।

অষ্ট্রেলীয় ফেডারেল পার্লামেন্টের নিম্নোক্ত সাংসদবৃন্দ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ঃ

১। এ্যান্ড্রু ল্যামিং, এমপি, চেয়ারম্যান, অষ্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ পার্লামেন্টারী গ্রুপ ।
২। সিনেটর গেরী হাম্পফ্রীস

৩। সিনেটর রস লাইটফুট
৪। সিনেটর স্টিফেন পেরী
৫। দি অনারেবল ব্রুস বেয়ার্ড, এমপি
৬। জনাব ফিলিফ বাররেসী, এমপি
৭। দি অনারেবল ওয়ারেন এন্ট্শ, এমপি
৮। জনাব পেট্রো জর্জিও, এমপি
৯। মিজ কেলী হোয়ার, এমপি
১০। ডঃ ডেনিস জেনসেন, এমপি
১১। মিসেস লুইস মার্কাস, এমপি
১২। জনাব স্টুয়াট ম্যাকার্থার, এমপি
১৩। দি অনারেবল গেরী নেয়ার্ন, এমপি
১৪। মিজ জুলী ওয়েনস, এমপি
১৫। মিজ সোফী পানোপোলোস, এমপি
১৬। জনাব ডন রেন্ডেল, এমপি
১৭। জনাব কিম রিচার্ডসন, এমপি
১৮। জনাব পেট্রিক সেকার, এমপি
১৯। দি অনারেবল পিটার স্লিপার, এমপি
২০। দি অনারেবল আলেকজান্ডার সোমলিয়ে, এমপি
২১। দি অনারেবল ডঃ শারম্যান ষ্টোন, এমপি
২২। জনাব কেনিথ টাইসহার্স্ট, এমপি
২৩। জনাব ডেভিড টলনার, এমপি
২৪। দি অনারেবল উইলসন টাকী, এমপি
২৫। দি অনারেবল ডানা ভেইল, এমপি
২৬। জনাব রস ভাসতা, এমপি
২৭। জনাব বেরী ওয়েকলিন, এমপি